পুস্তক সমালোচনা

প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ। মুনতাসীর মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়।
প্রথম বাংলাদেশী সংস্করন। ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৮।
মূল্য ঃ একশ পঞ্চাশ টাকা। পৃ ঃ ২৯৯ ।

বাংলাদেশের লোক প্রশাসনের অন্দরমহলের খবর তাঁরাই দিতে পারেন যারা অন্দরমহলে বাস করেন অর্থাৎ সরকারী কর্মকর্তাগণ। অন্দর মহলের বাইরে অবস্থানকারী গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, পর্যবেক্ষক, নিরীক্ষকগণ কেবল অন্দরমহলীদের সংগে কথাবার্তা বলে, তাঁদের লেখা বই পড়ে, তাঁদের প্রশ্নোত্তর নিয়ে বড়জোর ক্ষেত্র বিশেষে দু'চার দিন তাঁদের দপ্তরে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ পর্যবেক্ষণ করে লোক প্রশাসন সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করেন, তার ভিত্তিতেই লোক প্রশাসন সম্বন্ধে বই-পুস্তক রচনা করেন। আলোচ্য বইটি এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, বলতে গেলে নতুন পথের প্রদর্শক। যে পথে লেখকদ্বয় তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন-তাকে তাঁরা নামকরণ করেছেন 'নকশা'। বাছাইকৃত কর্মকর্তা কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাকে তাঁরা 'নকশা' বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৪৭-১৯৮৫ কাল সীমায় বাংলাদেশের চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলা কর্তৃক প্রদত্ত 'নকশার' ভিত্তিতে রচিত হয়েছে 'প্রশাসনের অন্দরমহল'।

পুস্তকটির আদর্শ জয়ন্ত কুমার রায়ের একটি গ্রন্থ ''অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস ইন এ মিক্সড পলিটি'' (দিল্লী, ম্যাকমিলান, ১৯৮১)। ঐ গ্রন্থে ষাটজন প্রশাসকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে একই পন্থায় জয়ন্ত রায় ও মুনতাসীর মামুন বাংলাদেশের লোক প্রশাসনের উপর আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন যার বাংলাদেশী সংস্করণ এক বছর পরে প্রকাশিত হয়।

বইটি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন, কোন্ ভিত্তিতে চল্লিশজন প্রশাসক নির্বাচিত হলেন? উত্তরে লেখকদ্বয় বলেন, ''অবসর গ্রহণের পর যখন কোন প্রশাসক তাঁর স্মৃতিকথায় বিভিন্ন স্থান, ঘটনা, তারিখের উল্লেখ করেন, সাধারণতঃ তা নির্ভরযোগ্য বলেই ধরে নেওয়া হয়। বর্তমান নকশাগুলোর বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য''। পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়েছে, যুক্তি হিসাবে এটি দুর্বল। অবসর গ্রহণ করে চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় সত্যনিষ্ঠ হবেন, এটুকু আশা করতে কোন দোষ নাই, তবে বর্ণনাকারী যে নিজকে একটু বেশী গুরুত্ব দেন না, কোন কর্তৃত্বের দাবী বেশী করেন না, অথবা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকার হেরফের করেন না এ নিশ্চয়তা কে দেবে? প্রথমতঃ চল্লিশজনের নির্বাচনেই লেখকদ্বয়ের পক্ষপাতিত্ব যে ছিল না তাও বলা যায় না। অপর যে কোন তুলনীয় চল্লিশজন কর্মকর্তার নকশা আলোচ্য নকশা থেকে মৌলিকভাবে আলাদা চিত্র তুলে ধরতে পারে। মূলতঃ লেখকদ্বয় মাত্র ছ'জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যাঁদের তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, লক্ষ্য করেছেন তাঁদের কাজকর্ম এবং সব মিলে এঁদের মনে হয়েছে তারা

সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য। এ ছ'জন আবার তাঁদের আরো কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সহকর্মীর নাম উল্লেখ করে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে আরো নির্ভরযোগ্য এভাবে গবেষকদ্বয় ক্রমান্বয়ে চল্লিশজনের সংস্পর্শে এসেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের আস্থা অর্জন করেছেন। অতএব প্রথম ছ'জন সরাসরি সূত্র, পরের চৌত্রিশ জন পরোক্ষ। সূত্র নকশার গ্রহণযোগ্যতা তাই প্রশ্নাতীত নয়। প্রদত্ত নকশাগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য আরো অন্ততঃ চল্লিশজন কর্মকর্তা (যারা মোটামুটি ভাবে সমসাময়িক এবং বর্ণিত ঘটনার সংগে সরাসরি/পরোক্ষভাবে জড়িত)–কে একই প্রশ্ন করে তাঁদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নকশাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা আরোও বাড়ান যেতো। তথাপি পথিকৃত হিসাবে আমরা নকশাগুলোকে প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করতে পারি।

শুরুতেই আশি পৃষ্ঠা , অর্থাৎ পুস্তকের প্রায় এক তৃতীয়াংশব্যাপী একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে যা অত্যন্ত উপযোগী প্রেক্ষিত রচনা করেছে। একাশি পৃষ্ঠা হতে একশ একাশি পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী শাসন ও সামরিক শাসন আমলে আমলাদের অবস্থান নকশার আকারে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৭১–১৯৮৫ এই পনের বৎসরের আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে তার একটি চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ দিলে পুস্তকটির বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। নকশা ঃ ১২১ ঃ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শেখ মুজিব চট্টগ্রাম সফরে এসেছেন। 'ক'–তখন চট্টগ্রামের ডি সি। কথা ছিল, পঞ্চাশজন সহযাত্রী সহ প্রধানমন্ত্রী সার্কিট হাউসে দুপুরে খাবেন। ডি সি দেখলেন, সফরসংগীদের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। ডি সি মহাচিন্তায় পড়লেন, তবে তিনি শেষ পর্যন্ত সকল সংগীর খাবার বন্দোবস্ত করলেন। ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের সংগে 'ক' –এর কথাবার্তায় সমসাময়িক রাজনৈতিক–আমলাতান্ত্রিক সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।

নকশা ঃ ২১৯ ঃ জিয়াউর রহমান তখন প্রেসিডেন্ট। 'ক' একটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। 'খ' সে মন্ত্রণালয়ের একটি কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক। কর্পোরেশনের জন্য কিছু বাহন কেনা দরকার। মন্ত্রী চান '১০১' ধরনের বাহন নিতে। কারণ, তাহলে দশ লক্ষ টাকা পাবেন তিনি কমিশন হিসাবে। 'খ' চান না ঐ ধরনের বাহন কিনতে। কারণ, তা'হলে দেশের আর্থিক ক্ষতি হবে। 'ক' প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিলেন ১০১ ধরনের বাহন কিনতে।.....এ ধরনের নকশা থেকে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক প্রমুখের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়।

নকশা ঃ ২২৯ ঃ আশির দশকে 'ক' ছিলেন পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা। ঐ সময় গ্রামীণ গরীবদের সহায়তাদানের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিকল্পনায় তিনি যুক্তি দেন, সরকার অবশ্যই গ্রামীণ ধনীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু গরীবদের সাহায্য করার অজুহাতে গ্রামীণ ধনীদের আরো ধনী করে তোলার কোন মানে হয় না। সুতরাং এমন ব্যবস্থা নেয়া হোক যাতে গরীবরা উপকৃত হয়। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবসমূহ বিশ্বব্যাংক, তার সহকর্মী বন্ধুরা সবাই প্রত্যাখ্যান করল।.....এ ধরনের নকশা থেকে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রশাসনের নামে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্বন্ধে কিছু "অন্দরমহলী" অবস্থার আভাষ পাওয়া যায়। সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। মোটামুটিভাবে নকশাগুলো বেশ সুলিখিত। এ গুলো না পেলে লোক প্রশাসনের অনেক খবরই আমাদের জানা হতো না। এখনও অনেক জানা বাকী,

তথাপি একটি নতুন পথের দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন লেখকদ্বয়। তাঁরা কৃতিত্বের দাবীদার। অবশ্য সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যদি তাঁদের বর্ণনা নির্ভুল হয়। কেননা তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে বর্ণনাকারীর বর্ণনার সত্যতাকে ধরে নেওয়ার উপরে।

আমরা আশা করব মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত রায়ের পথ ধরে আরো গবেষক এগিয়ে আসবেন এবং সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই-এর নব নব পন্থা উদ্ভাবন করবেন ও লোক প্রশাসনের গভীরতর বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করবেন। বিশেষ করে যারা প্রশাসনের সংগে নীতিনির্ধারণে সম্পৃক্ত তাঁরা অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ যদি তাঁদের অভিজ্ঞতাকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন, তাহলে প্রশাসক যেমন উপকৃত হবেন অভিজ্ঞতার রিনিময়ে, তেমনি মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত রায়ের প্রদর্শিত নতুন তথ্য সংগ্রহ পন্থার মূল্যায়নের সুযোগ পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ বর্তমানে এই পুস্তকের সংগে তুলনা করা যায়–এমন কোন বই বাজারে নাই। লেখকদ্বয় আশা ব্যক্ত করেছেন, "..... এ ধরনের সিদ্ধান্ত যা এই গবেষণার নকশাগুলোর ভিত্তি তা তুলে ধরে সাধারণ প্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন সংকটকালে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এবং বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের দরুণ যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে একজন আমলার সীমাবদ্ধতা ও কর্মদক্ষতা এসব সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা, পাবলিক পলিসি এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে অ্যাকাডেমিকদের ধারণা হয়তো আরো স্পষ্ট করবে। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে যাঁরা সিভিল সার্ভিসে আসবেন তাদেরও এসব পর্যালোচনা সাহায্য করবে জনস্বার্থ রক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে। শেষোক্ত কারণে যদি এ গ্রন্থ সামান্য ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলেই আমরা মনে করব আমাদের শ্রম সার্থক....."(পৃ ঃ ৫)। আমার মনে হয় এখানেই গ্রন্থটির সার্থকতা, লেখকদ্বয় যে কাজ শুরু করেছেন তাকে আরো সম্মৃদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ প্রশাসনের অন্দরমহলে অনেকেই প্রবেশ করতে পারবেন না তাঁদের জন্য এ ধরনের নকশা, প্রশাসকদের আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, অপ্রকাশিত চিঠিপত্র প্রভৃতির প্রকাশই অন্দর মহলে অন্ততঃ উঁকি দেয়ার সুযোগ লাভের এক বিকল্প।

আরো কিছু কৃতিত্বের দাবীদার এই লেখকদ্বয়। তাঁদের লেখাতেই আমরা প্রশাসনের একটি পূর্ণ-দীর্ঘ চিত্র পাচ্ছি। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা উভয় চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে, তাতে লেখকদ্বয়ের পক্ষপাতিত্ব অপসারিত হয়েছে। এই পুস্তকে আমরা পাচ্ছি একজন আমলা জনস্বার্থ ও পেশাগত দক্ষতার উদাহরণ দেখিয়েছেন সাহস ও আন্তরিকতার সাথে। অলোচ্য বইটিতে বিভিন্ন নকশায় আমরা দেখেছি কি ভাবে প্রতিকূল অবস্থায় ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে পারে। সংবেদনশীল মন দিয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগ মোচনে সহায়তা করতে পারে। অন্য দিকে আমরা দেখেছি অনেক আমলা নিজেরাই স্বীকার করেছেন, দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য তাঁরাই দায়ী (পৃঃ ২৯১)। গ্রন্থকারদ্বয়ের কোন কোন মন্তব্য অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। যেমন, "বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন গুড়িয়ে যাওয়ার পেছনে আছে অনেক কারণ। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আধিপত্য।.....সাধারণ মানুষ.....রুখে দাঁড়িয়েছেন আমলা আধিপত্যের বিরুদ্ধে।.....(প্রথম পাতা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন অনেক খানি ভেংগে গেছে–একথা সত্য। তবে

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

সাধারণ মানুষ আমলা আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, এ কথা কতখানি সত্য একটু পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ, সাধারণ মানুষের এ ধরনের সচেতনতার সুযোগ কোথায়? সাধারণ মানুষ ও প্রশাসন একসাথে কাজ করে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজন হবেন–এটাই সংগত প্রত্যাশা। মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত রায় তাঁদের গবেষণার 'নকশা' গুলোর মাধ্যমে সেই প্রত্যাশাটিকে যেন প্রবল করে তুলেছেন।

—মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

বিপিএটিসি : প্রকাশা : ৪২/৯০ (৭২৫)

লেখক পরিচিতি

এম, সি, বর্ম্মন ঃ বর্তমানে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক। ইতিপূর্বে ভূমি আপীল বোর্ডের সচিব পদে নিয়োজিত থাকা কালীন সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) অনুষ্ঠিত দশম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। লেখক সে সময় এই প্রবন্ধটি রচনা করেন ও উক্ত কোর্সের সেমিনারে তা উপস্থাপন করেন। তিনি মূলতঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (প্রশাসন ক্যাডার) একজন সদস্য।

মোঃ বদিউজ্জামান ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব (পৌর সভা) হিসেবে কর্মরত। বিপিএটিসি-তে অনুষ্ঠিত সপ্তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে অংশগ্রহণকালীন সময়ে প্রনীত সেমিনার পেপারটি সংক্ষিপ্তাকারে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকালীন সময়ে লেখক রেলওয়ে বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি মূলতঃ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য।

মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

মুহাম্মদ সফিউর রহমান ঃ বিপিএটিসি-তে সদস্য,পরিচালন পর্ষদ হিসেবে কর্মরত। লেখক ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন (নিপা)- এ সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ও বিপিএটিসি-তে পরিচালক হিসেবে ইতিপূর্বে কাজ করেছেন।

সিরাজুল ইসলাম ঃ বিপিএটিসি-তে ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত।

এস. এম. আলী আব্বাস ঃ বর্তমানে বিপিএটিসি-তে উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তার বেশ কিছু গবেষণামূলক নিবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ঃ বিপিএটিসি-তে সদস্য, পরিচালন পর্ষদ হিসেবে প্রেষণে নিয়োজিত। তিনি মূলতঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক। লেখকের একাধিক বই ও আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকের জ্ঞাতব্য

প্রশাসন সমীক্ষায় প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রশাসন সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলিক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লেখককে পাণ্ডুলিপির ৪ প্রস্থ অনুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। লেখা ১১$\frac{১}{২}$" × ৮$\frac{১}{২}$" আকারের কাগজে যথাক্রমে ৪০, ২০ ও ১০ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় নির্ভুলভাবে মুদ্রাক্ষরিত হতে হবে। প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ প্রবন্ধের শেষে পাদটীকা ও প্রয়োজনে গ্রন্থপঞ্জী হিসেবে উল্লিখিত থাকতে হবে।

লেখা অবশ্য অপ্রকাশিত হতে হবে।